দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ..23. JAN. 2015...
পৃষ্ঠা ...১১... কলাম ...2...

পাকিস্তানে শিক্ষকদের সশস্ত্র করার পরিকল্পনা, ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া

■ রয়টার্স

হামলাকারী জঙ্গিদের রুখতে অস্ত্র নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন স্কুল শিক্ষকরা। প্রাদেশিক সরকারের এমন পরিকল্পনায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন উত্তর-পশ্চিম পাকিস্তানের শিক্ষকরা। বিবিসি জানায়, বুধবার পেশোয়ারে আয়োজিত এক শিক্ষক সম্মেলনে শিক্ষকরা বলেছেন, নিরাপত্তা দেখভাল করা তাদের কাজ না, তাদের কাজ শিক্ষা দেয়া। পেশোয়ারে সামরিক বাহিনী পরিচালিত একটি স্কুলে ভয়াবহ জঙ্গি হামলার পর জঙ্গিদের প্রতিরোধ করার জন্য স্কুলশিক্ষকদের অস্ত্র রাখার অনুমতি দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় খাইবার পাখতুনখোয়ার প্রাদেশিক সরকার। ২০১৪ সালের ১৬ ডিসেম্বর তালেবান জঙ্গিদের চালানো ওই হামলায় ১৩৪ জন স্কুলশিক্ষার্থীসহ প্রায় দেড়শ মানুষ নিহত হন।

গেল সপ্তায় ঘোষণা করা ওই পরিকল্পনায় শিক্ষকদের অস্ত্রের লাইসেন্স দেয়ার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হলেও অস্ত্র বহন করতে কোনো শিক্ষককে বাধ্য না করার কথা বলা হয়েছে। প্রাদেশিক তথ্যমন্ত্রী মুশতাক ঘানি বলেছেন, "নিরাপত্তা সহায়তা না আসা পর্যন্ত হামলাকারীদের ব্যস্ত রাখার ব্যবস্থা করতে এই পরিকল্পনা করা হয়েছে।" তিনি জানিয়েছেন, প্রদেশটির সব স্কুলে নিয়মিত পুলিশী প্রহরা বসানো সম্ভব না হওয়ায় এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। স্কুলে জঙ্গি হামলা প্রতিরোধ করতে স্কুলের চারপাশ বাউন্ডারি দেয়াল দিয়ে ঘিরে দেয়া, দেয়ালের উপর কাঁটাতার লাগানো, সিসিটিভি বসানো ও নিরাপত্তা দরজা স্থাপন করার পরিকল্পনাও করেছে কর্তৃপক্ষ।

কিন্তু শিক্ষকদের সশস্ত্র করার পরিকল্পনার সমালোচনা করেছেন খোদ শিক্ষকরা। এছাড়া বিরোধীদলীয় রাজনৈতিক নেতারা ও গণমাধ্যমগুলোও এই পরিকল্পনার সমালোচনা করেছে। বিষয়টি নিয়ে শিক্ষকরা অভিযোগ জানানোর পর প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রী আতিফ খান তাদের বলেছেন, "সরকার শিক্ষকদের নিরাপত্তা রক্ষী হতে বাধ্য করছে না, কিন্তু কেউ চাইলে তাকে আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অনুমতি দিচ্ছে মাত্র।"